সমকাল

27 MAY 2017

শিক্ষা খাতে বৈষম্যহীন বাজেট প্রয়োজন

■ বরিশাল ব্যুরো

বরিশালে সেমিনারে বক্তারা

'শিক্ষা জাতীয়করণ ছাড়া বেসরকারি শিক্ষকদের দুরবস্থা দূর হবে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে বৈষম্য চলছে বিশ্বের কোনো দেশে এমন নজির নেই। শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সুপারিশকৃত বৈষম্যহীন বাজেট প্রয়োজন। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে মোট জিডিপির কমপক্ষে তিন শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। শিক্ষকরা যদি জাতি গড়ার কারিগর হন, তাহলে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের জায়গা হচ্ছে শিক্ষা। তাই শিক্ষা খাতে বিরাজমান সংকট দূর করতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ এখন সময়ের দাবি। পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তেও বাজেটে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' বরিশাল আঞ্চলিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত শিক্ষা বাজেট নিয়ে সেমিনার ও মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

গতকাল শুক্রবার বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বাজেট নিয়ে মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য তালুকদার মো. ইউনুস। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমকালীন অর্থনীতি-রাজনীতি ও সমাজনীতির বিশ্লেষক ও গবেষক দৈনিক সমকালের উপ-সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন, সমকালের বিশেষ প্রতিবেদক সাব্বির নেওয়াজ ও শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কাজী মজিবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফরিদুল আলম জাহাঙ্গীর।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিক শক্তিতে পিছিয়ে থাকা যে কোনো দেশের জন্য এ জনসম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশকে আমরা উন্নত বিশ্বের সারিতে নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের ৮ লাখের বেশি শিক্ষক যাতে অবদান রাখতে পারেন, তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার বিশেষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শিক্ষায় দেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান হওয়ায় তা সবার নজর কেড়েছে। কিন্তু শিক্ষা খাতে জিডিপির হিস্যা অনুযায়ী ব্যয় বিবেচনা করলে বাংলাদেশ কার্যত রয়েছে সবার পেছনে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মূল প্রবন্ধে আরও বলা হয়, শিক্ষা খাতে যদি বাজেটের তিন শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়, তাহলে এ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তখন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে এগিয়ে আসবেন শিক্ষা জীবনে সেরা হিসেবে গণ্য হওয়া তরুণ-তরুণীরা। তাদের অনেকেই ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

শিক্ষা খাতে বৈষম্যহীন

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

তখন বিসিএস পরীক্ষায় পাস করে প্রশাসন, ক্যাডার, পুলিশ কিংবা কাস্টমস অফিসার হতে চাইবেন না। এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষকদের টাকা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। এমন বাজেট হলে ভালো-খারাপ বিদ্যালয়ের ব্যবধান কমে আসবে। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই সার্বজনীন করেছে। ধনবান থেকে শুরু করে দিনমজুর-বস্তিবাসীসহ হতদরিদ্রদের জন্য শিক্ষা খাত উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সে সরকারের পক্ষে শিক্ষা খাতে যথেষ্ট বরাদ্দ দেওয়া অসম্ভব নয়। শিক্ষার যে প্রসার ঘটছে, তা ধরে রাখতে এবং ক্রমাগত মান বাড়াতে বাজেটে যথেষ্ট বরাদ্দ দেওয়া সরকারের জাতীয় দায়িত্ব।

উন্মুক্ত আলোচনায় প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা বলেন, আসন্ন বাজেটে শিক্ষা খাতে ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। কলেজ শিক্ষিকা তুনু রানী কর্মকার বলেন, সরকারি- বেসরকারি বৈষম্য শিক্ষা খাতকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বৈষম্য দূর করে' একমুখী শিক্ষানীতি চালু করা প্রয়োজন। শিক্ষক আলমগীর হোসেন খান বলেন, শিক্ষা জাতীয়করণ করা ছাড়া শিক্ষকদের দুরবস্থা দূর হবে না। তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের দুরবস্থা এমন, 'সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেবো কোথা?' প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার দাস বলেন, বঙ্গবন্ধু বৈষম্যহীন শিক্ষানীতির কথা বলেছেন। আমরা জাতির পিতার বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি চাই। গৌতম সমাদ্দার বলেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর মধ্যে সমন্বয় নেই। জেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বলেন, সব দলের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাকে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি ছিল, যা বাস্তবায়িত হয়নি। জেলা সভাপতি আবদুল মালেক বলেন, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য অভিন্ন বেতন কাঠামো প্রয়োজন। আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রধান শিক্ষক তোফায়েল আহম্মেদ বলেন, শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ২০১০ সালে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে বেসরকারি শিক্ষা খাতে বিরাজমান সংকট থাকবে না। সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি সাব্বির নেওয়াজ বলেন, বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের জায়গা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা খাতকে অবহেলা করে ভিশন-২০৪০ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য তালুকদার মো. ইউনুস বলেন, দেশের শিক্ষক সমাজ ভালো থাকলে জাতি এগিয়ে যাবে। শিক্ষকদের সব দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমিও চাই আসন্ন বাজেট এমন হোক, যেন শিক্ষক সমাজকে আর কোনো দাবি তুলতে না হয়।